ইসলামের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর গভীর অনুরাগ

মাওলানা সৈয়দ মোজাফ্ফর আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

এই আয়াতে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর জীবনীর এমন এক চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যার দৃষ্টান্ত অতুলনীয়। এই যুগে আখারীনদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা রসূলে পাক (সা.)-এর আধ্যাত্মিক সন্তানদের মধ্য হতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এই সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি (আ.) সম্পূর্ণরূপে রসূলে পাক (সা.)-এর রঙ্গে রঙ্গীন হয়েছেন এবং তাঁর (সা.)-এর প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইসলাম সেবার মাহাত্ম্য এই কথার মাধ্যমে ধারণা করা যেতে পারে যে, যখন তিনি (আ.) ১৮৮৯ ইং সনে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভিত্তি রাখেন তখন বয়াতের শর্তাবলীর মধ্যে এই শর্তও রাখেন যে, বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে এই অঙ্গীকার করবে যে, 'এখন হতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক হতে পবিত্র থাকবে।' *(তারীখে আহমদীয়াত, খন্ড : ১, পৃ: ৩৩৭)*

এক ব্যাথাতুর হৃদয়ের অবস্থা :

১৯ শতকের শেষের দিকে সমগ্র ভারতবর্ষে খৃষ্টানগণ চরম আধিপত্য বিরাজ করতে থাকে এবং সর্বত্র খৃষ্টানগণ তাদের তবলীগী প্রচারণা চালানো শুরু করে। মুসলমানরা সকল দিক হতে কোণঠাসা অবস্থায় ছিল। এই অবস্থা দেখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে যে ব্যাথার সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের সেবার জন্য যে প্রেরণা জাগ্রত হয়, তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই লেখার মাধ্যমে ধারণা করা যেতে পারে : তিনি (আ.) বলেন-'এ কথা কি সত্য নয় যে, কিছু সময়ের মধ্যেই এ দেশে প্রায় এক লাখ মানুষ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আর ছয় কোটি বা তার চেয়েও অধিক ইসলামবিরোধী পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এবং সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা তাদের পবিত্র ধর্ম হারিয়েছে। এমনকি যারা নিজেদেরকে আলে-রাসূল বা রসূলের বংশ বলতো তারাও খৃষ্টানদের পোশাক পরিধান করে রসূলের শত্রুতে পরিণত হয়েছে এবং নবী করীম (সা.)-এর প্রতি আরোপিত এরূপ গালমন্দ ও অবমাননাকর এবং কুৎসা রটনা করে পুস্তক প্রকাশিত করেছে যা শুনে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং হৃদয় কেঁদে কেঁদে এই সাক্ষ্য দেয় যে, যদি এরা আমাদের বাচ্চাদের আমাদের চোখের সামনে হত্যা করতো এবং আমাদের প্রাণ-প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের টুকরো-টুকরো করে ফেলতো এবং আমাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে হত্যা করতো ও আমার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিত তাহলেও আল্লাহ্‌র কসম! আমার রাগ হতো না এবং এভাবে কখনো হৃদয় ব্যাথিত হতো না যেভাবে ব্যাথিত হয়েছে এসব গালি-গালাজ ও অপমান শুনে যা আমাদের রসূলে করীম (সা.)-কে করা হয়েছে।' *(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-৫, পৃ: ৫১-৫২)*

ইসলাম সেবার প্রেরণা সম্পর্কে সাক্ষ্য :

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক বুযুর্গ সাহাবী হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের তবলীগ করার জন্য এরূপ উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, তিনি (আ.) বলতেন, মাঝে মাঝে আমার ভয় হয় যে, এই উৎকণ্ঠায় আমার মস্তিষ্ক না আবার ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়।' *[ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) রচিত হায়াতে আহমদ, খণ্ড: ১, পৃ: ১৫০]*

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলী বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একবার বলেন, 'ইসলামের অবস্থা ও খৃষ্টানদের আক্রমণ দেখে আমার মস্তিষ্কে এরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় যে, মাঝে মাঝে আমার শংকা হয় যে, আমার মস্তিষ্ক ফেটে যাবে।' *(আল-হাকাম, পৃ: ৮, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩ ইং)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বড় ছেলে মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বর্ণনা হচ্ছে, 'শিরকের বিরুদ্ধে হযরত (আ.)-এর আবেগ এরূপ ছিল যে, সমস্ত পৃথিবীর আবেগ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং হযরত (আ.)-এর আবেগ এক পাল্লায় রাখা হয় তবে তাঁর (আ.)-এর পাল্লাই ভারী হবে।' *(তারীখে আহমদ, খন্ড-১, পৃ: ১১৪-১১৫)*

এক হিন্দুর স্বীকারোক্তি :

হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রা.) তাঁর পুস্তক 'হায়াতে আহমদ'-এ লিখেন, 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং লালা মালাওয়ামাল সাহেবের সাক্ষাৎ ও সম্পর্কের মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল, ইসলামের প্রচার। সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ ও একান্তই পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও তিনি (আ.) তবলীগ করা শুরু করে দেন। লালা মালাওয়াল সাহেব বর্ণনা করেন, আমি মনে করেছিলাম সম্ভবত মুসলমানদের নিকট ইশার নামাযের পূর্বে অন্য কারো কাছে ইসলামের প্রচার করা জরুরী বিষয়, কেননা মির্যা সাহেব নামাযের পূর্বে এ কাজ করাকে জরুরী মনে করেছেন।' *[ইয়াকূব আলী ইরফানী (রা.) কর্তৃক রচিত হায়াতে আহমদ, খণ্ড-১, পৃ: ১৪৯]*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মধ্যে ইসলাম প্রচারের যে প্রেরণা কাজ করতো তা ১৮৮৫ সনে আরো অধিকহারে প্রকাশিত হয়, যখন তাঁর (আ.) এক প্রিয় সাহাবী লুধিয়ানা নিবাসী হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব হজ্ব করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তখন তিনি (আ.) এক হৃদয় বিদারক দোয়া লিখে দেন এবং বলেন, তাঁর পক্ষ থেকে যেন এই দোয়া খানা কা'বাতে এবং আরাফাতের ময়দানে তিনি বিশেষভাবে পাঠ করেন। সেই দোয়ার চিঠিতে তিনি (আ.) লিখেন, "ইয়া আরহামার রাহিমীন! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছ এবং যে খেদমতের জন্য তুমি আমার হৃদয়ে আবেগ তৈরী করেছ, তাকে তুমি নিজ অনুগ্রহে পূর্ণতা দাও এবং এই অধমের মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের ও সে সমস্ত লোক যারা এখন পর্যন্ত ইসলামের বিশেষত্ব সম্পর্কে উদাসিন তাদের কাছে ইসলামের অকাট্য দলিল-প্রমাণাদি পূর্ণ কর।" *(তারীখে আহমদ, খণ্ড-১, পৃ: ২৬৫)*

ধর্মের সেবাকারীদের মূল্যায়ন :
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) শুধু ইসলামের সেবাই করেন নি, বরং যারা ধর্মের সেবা করতো তাদেরকেও তিনি মূল্যায়ন করতেন। হযরত মাওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) বলেন, যদি কোন বন্ধু ইসলামের কোন সেবা করে, কোন কবিতা লিখে, ইসলামের পক্ষে কোন কবিতা লিখে নিয়ে আসে, তখন তিনি (আ.) তার অনেক মূল্যায়ন করতেন এবং অত্যন্ত খুশী হতেন। তিনি (আ.) বলতেন, যদি কেউ ধর্মের সাহায্যার্থে একটি শব্দও আমাকে বের করে দেয়, তবে তা আমার কাছে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণমুদ্রার থলের চেয়েও অধিক মূল্যবান মনে হয়। *(সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.), পৃ: ৫০)*

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এক বুযুর্গ সাহাবী হযরত পীর সিরাজুল হক নুমানী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংস্পর্শে থাকার খুব ভাল সুযোগ লাভ করেছেন। ইসলামের সেবার প্রতি তিনি (আ.)-এর গভীর অনুরাগের কথা তিনি এভাবে বর্ণনা করেন যে, "তিনি (আ.) খুব কম ঘুমাতেন এবং কম শুতেন। আর দিনে ও রাতের অধিকাংশ সময় বিরূদ্ধবাদীদের বিভিন্ন আপত্তি খন্ডন, ইসলামের বিশেষত্ব এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর রিসালাতের সত্যতা, কুরআন মাজীদ আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ হতে হবার প্রমাণ এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে লিখেই অতিবাহিত করতেন এবং এ থেকে যে সময় বেঁচে যেত তা দোয়ায় ব্যয় করতেন। তাঁর দোয়ার অবস্থা আমি এমন দেখেছি যে, এত অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে দোয়া করতেন যে, এতে তাঁর (আ.)-এর শারিরীক অবস্থা খারাপ হয়ে যেত।" *(তাযকিরাতুল মাহদী, প্রথম অংশ, পৃ: ১১)*

ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগের কতিপয় দৃষ্টান্ত: প্রাথমিক যুগের কথা, একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই খবর জানতে পারলেন যে, বাটালার কুদরতউল্লাহ নামক এক মৌলভী ইসলাম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে তিনি অত্যন্ত ব্যাথিত হন। তিনি (আ.) মুন্সী নবী বখ্‌শ সাহেব, যিনি এ সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, তাকে বলেন, অত্যন্ত হিকমতের সাথে চেষ্টা করুন যেন কোনভাবে মৌলভী সাহেব ইসলামে ফেরত আসেন। তিনি (আ.) আরো বলেন, যদি আমার যাবার প্রয়োজন হয় তবে আমি স্বয়ং যেতে প্রস্তুত আছি। তিনি (আ.) মুন্সী নবী বখ্‌শ সাহেবকে বলেন, এক্ষেত্রে পূর্ণ চেষ্টা করুন। আমি দোয়া করবো। পরিণাম এটাই হয়েছে যে, অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে মৌলভী কুদরত উল্লাহ সাহেব পুনরায় ইসলামে ফেরত আসেন। আর এতে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) অত্যন্ত খুশী হন। *(তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১, পৃ: ১১৪)*

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ কপুরথলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, লুধিয়ানার ঘটনা। একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এমন মাথা ব্যাথা শুরু হয় যার ফলে তাঁর (আ.)-এর হাত-পা একেবারে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। আমি হাত দিয়ে দেখি যে, শিরার স্পন্দন খুব কম হয়ে গেছে। তিনি (আ.) আমাকে বলেন, 'ইসলামের প্রতি যদি কোন আপত্তি স্মরণে থাকে তবে আমাকে বল, তাহলে এর উত্তর দিতে গিয়ে আমার শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং এই ব্যাথা কমে যাবে'। আমি বললাম, হুযুর, এই মুহূর্তে কোন আপত্তির কথা আমার স্মরণে আসছে না। এরপর বলেন, আঁ-হযরত (সা.)-এর না'ত হতে যদি কিছু স্মরণে থাকে তবে তা পড়। আমি 'বারাহীনে আহমদীয়ার' নযম 'এ্যায় খোদা! এ্যায় চারাহে আযারিমা' সুললিত কণ্ঠে পড়া শুরু করে দিই, যা শুনে তাঁর (আ.)-এর শরীর উত্তপ্ত হতে থাকে। অত:পর তিনি (আ.) শুয়ে শুয়ে তা শুনতে থাকেন। এরপর একটি আপত্তির কথা আমার স্মরণে আসে। যখন আমি তাঁকে এই আপত্তি শুনাই তখন হুযুর (আ.) অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং তৎক্ষণাত বসে পড়েন এবং অত্যন্ত জোড়ালো বক্তব্য প্রদান করেন। ইতোমধ্যে অনেক লোকও এসে যায় আর তাঁর (আ.)-এর ব্যাথাও দূর হয়ে যায়। *(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড-৪, পৃ: ৩৮-৩৯)*

ধর্মের সেবায় নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত:
হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামের সেবা প্রাথমিক যুগ থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। পত্র-পত্রিকায় তিনি (আ.) ইসলাম, কুরআন মজীদ ও রসূলে পাক (সা.)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশিত আপত্তির উত্তর প্রবন্ধ আকারে প্রদান করতেন। যখন তিনি (আ.) দেখতে পেলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তখন তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থনে এক অবিসংবাদিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' লেখা শুরু করেন। এটি এমনই এক মহান পুস্তক যার জবাব দিতে ইসলামের শত্রুরা অদ্যবধি সমর্থ হয় নি। শুধু তা-ই নয়, তিনি (আ.) তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জও প্রদান করেন যে, "যদি তারা ইসলামের বর্ণনাকৃত বিশেষত্বের বিপরীতে সে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিজেদের ধর্মে দেখিয়ে দেয় অথবা এর অর্ধেকাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ প্রমাণ করে দেয় অথবা কমপক্ষে আমাদের উপস্থাপিত দলিল-প্রমাণাদিকে খন্ডন করে দেখায়, তবে আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি

যার মূল্য প্রায় দশ হাজার রূপী, সেই ব্যক্তিকে পুরষ্কার স্বরূপ দিতে প্রস্তুত।" এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। এর মাধ্যমে তাঁর নিজের সত্যতা ও বর্ণনাকৃত দলিল-প্রমাণাদির উপর পূর্ণ বিশ্বাস প্রকাশিত হয়। অপর দিকে ইসলামের সেবা করার প্রতি তাঁর (আ.)-এর গভীর অনুরাগের বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হয়। ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য তিনি (আ.) তাঁর সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমরা দেখেছ যে, খোদার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করা আমি আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য জ্ঞান করি। অত:পর তোমরা নিজেদের হৃদয়ে দেখ যে, তোমাদের মধ্যে কয়জন এমন আছে, যে নিজের জন্য উক্ত কাজকে পছন্দ করে এবং খোদার জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে প্রিয় জ্ঞান করে। *(মালফুযাত, খণ্ড-২, পৃ: ১০০)*

ইসলামের বিজয়ের আকাঙ্খা :

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা এটাই ছিল যে, সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিজয় লাভ করবে। এই আবেগের কথা আমরা হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)-এর একটি বর্ণনা হতে ধারণা করতে পারি। যেখানে তিনি (রা.) বলেন, "একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পাশে এক কামরায় তিনি বসে ছিলেন। হুযুর (আ.) একটি পুস্তক রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। দরজায় কেউ খুব জোড়ে কড়া নাড়ে। তিনি (আ.) আমাকে বলেন, আমি যেন গিয়ে দেখি কে এসেছে এবং কি জন্য এসেছে। আমি দরজা খোলার পর লোকটি বলে, মৌলভী সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন যেন হুযুর (আ.)-এর নিকট এই সুসংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আজ অমুক শহরে এক অ-আহমদী মৌলভীর সাথে তার বাহাস হয়েছে এবং সে তাকে পরাজিত করেছে। হযরত মুফতি সাহেব বলেন, যখন এই সমস্ত কথা আমি হুযুরের কাছে উপস্থাপন করি তখন হুযুর (আ.) তা শুনে মুচকি হাসেন এবং বলেন, তার এভাবে জোড়ে জোড়ে কড়া নাড়া এবং বিজয়ের কথা ঘোষণা করা হতে আমি মনে করেছিলাম সম্ভবত সে এ খবর নিয়ে এসেছে যে, ইউরোপ মুসলমান হয়ে গেছে। *(সীরাতুল মাহদী, প্রথম অংশ, পৃ: ২৮৯-২৯০)*

ইসলামের সেবায় কষ্ট সহ্য করা :

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক পুলিশ অফিসার হঠাৎ করেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ঘরের তল্লাশি নিতে চলে আসে। হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব যখন এ কথা জানতে পারলেন, তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন এবং মসীহ মওউদ (আ.)-কে বলেন, পুলিশ অফিসার গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হাতকড়া হাতে নিয়ে আসছেন। হযরত সাহেব তখন 'নুরুল কুরআন' পুস্তক লিখছিলেন। তিনি (আ.) মুচকি হাসি হেসে মাথা তুলে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বলেন, মীর সাহেব! লোকজন দুনিয়াবী খুশীতে সোনা-রূপার চুড়ি পড়ে থাকে। আমি এটি মনে করবো যে, আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় লোহার চুড়ি পরিধান করেছি।

একই সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বলেন, কিন্তু এমনটা হবে না। কেননা খোদার রাজত্বের নিজস্ব আইন-কানুন থাকে। তিনি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট খলীফাদের লাঞ্ছিত হওয়া পছন্দ করেন না। *(মালফুযাত, খণ্ড: ১, পৃ: ৩০৫-৩০৬)*

বিরোধীতা সত্তেও চরম দৃঢ়তা :

এ বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর চরম বিরোধীদের কতিপয় স্বীকারোক্তি: হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মৃত্যুতে এক আর্য পত্রিকার সম্পাদক লিখেন, "মির্যা সাহব তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং শত বিরোধীতা সত্তেও সামান্যতম পদস্খলিত হন নি।

অনুরূপভাবে, এক খৃষ্টান লেখক এইচ. এ. ওয়াল্টার লিখেন, "মির্যা সাহেব যে সাহসিকতা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের চরম বিরোধীতা ও নিপীড়নের মোকাবেলায় দেখিয়েছেন তা প্রকৃত অর্থেই প্রশংসার দাবী রাখে। (ইংরেজী পত্রিকা 'আহমদী মুভমেন্ট')

অসুস্থ্য অবস্থাতেও কলমের জিহাদ :

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সমস্ত জীবন ইসলামের সেবায় অতিবাহিত করেছেন। জীবনের শুরু থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তিনি (আ.) কলমের জিহাদ করে গেছেন। তিনি (আ.) যে প্রবন্ধই লিখতেন তা স্বয়ং কাতেবের (লেখকের) কাছে নিয়ে যেতেন এবং নিজেই তা সংশোধন করতেন। তিনি (আ.) স্বয়ং প্রেসে গিয়ে তা ছাপাতেন। এ সব কিছু তাঁর (আ.)-এর ইসলামের প্রতি সুগভীর ভালবাসারই বহি:প্রকাশ ছিল।

একটু কল্পনা করুন! আল্লাহ্ তা'লার এক প্রত্যাদিষ্ট বুযুর্গ ঘরের আঙ্গিনায় ইসলামের প্রতিরক্ষাকল্পে পুস্তক লেখায় ব্যস্ত। একটি দোয়াত ঘরের একদিকের তাকে, অপরটি আরেকদিকে। কাগজ হাতে নিয়ে চলতে চলতে প্রবন্ধ লিখছেন। কলমের কালি কম হয়ে গেলে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে নিচ্ছেন। প্রচন্ড গরম ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও এই জিহাদ জারী আছে। সুস্থ্য ও অসুস্থ্য সকল অবস্থায় একই কাজ করে যাচ্ছেন।

হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীর বেশ কিছু অংশই অসুস্থ্য অবস্থায় লিখেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সর্বশেষ পুস্তক 'পয়গামে সুলেহ' মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ২৫ মে, ১৯০৮ ইং সনে সন্ধ্যায় লিখে শেষ করেন, যখন কিনা তিনি (আ.) অসুস্থ ছিলেন। শরীর অত্যন্ত দূর্বল ছিল, কিন্তু তিনি (আ.) এই অবস্থাতেই যতটুকু সম্ভব লেখা সম্পন্ন করে কাতেবের হাতে সোপর্দ করেন। এরপর নিজ প্রিয় প্রভুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনের অন্তিম মুহুর্তের এই ঘটনাই সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমস্ত জীবন ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালবাসায় পূর্ণ ছিল এবং তিনি (আ.) তাঁর সমস্ত জীবন ইসলামের সেবাতেই অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর (আ.) আদর্শ ও শিক্ষার পরিপূর্ণ অনুসরনের তৌফিক দান করুন। (আমিন)